গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা
www.mhapsd.gov.bd

নম্বর- ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৪.২৪- ২০৯

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ / ২৭ নভেম্বর ২০২৪

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব এস এম তারেক রহমান (বিপি-৭৯১০১২৬৮০৫), পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, ঢাকা ও ইত:পূর্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) বরগুনা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে জাতীয় শোক দিবস, ২০২২ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, শেখ রাসেল স্কয়ার, বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে শোক দিবসের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছাত্রলীগের বিবাদমান দুটি গ্রুপের মধ্যে বিরোধ/সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা গোয়েন্দা সংবাদে পাওয়া যায়। ঐদিন জেলা আওয়ামীলীগ পুষ্পস্তবক অর্পণ করার পর ছাত্রলীগের বিরোধী গ্রুপ সবুজ মোল্লা-রাজ আরিয়ানদের নেতৃত্বে ২০০/২৫০ কর্মীসহ স্লোগান দিয়ে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এসময় শিল্পকলা একাডেমিতে চলমান আলোচনা সভায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাসহ এমপি জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এবং জেলা প্রশাসক উপস্থিত থাকার সময় বিরোধী গ্রুপের নেতাকর্মীর শিল্পকলা একাডেমির উপরে, নীচে এবং ভিতরে অবস্থান নেয়। অনুমোদিত রেজা-ইমরান গ্রুপ ও অপরগ্রুপ সবুজ মোল্লা-আরিয়ান গ্রুপের কর্মীরা সামনা-সামনি বিরোধে জড়িয়ে পড়লে পুলিশ কোনো হতাহতের ঘটনা ছাড়াই ছত্রভঙ্গ করেন। এসময় রেজা-ইমরান গ্রুপ শিল্পকলা একাডেমি এলাকা ছেড়ে শেখ রাসেল স্কয়ারের দিকে চলে যায়; অপরদিকে সবুজ গ্রুপ শিল্পকলা একাডেমির ভিতরে স্থান নেয়। উত্তেজিত জনতার ইট পাটকেলের আঘাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) জনাব মহরম আলীর এর গাড়ীর সামনের কাঁচ ভাঙ্গার বিষয়ে মাননীয় এমপি জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর সাথে বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হন এবং অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন, মাননীয় এমপি জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু পুলিশের গাড়ি ঠিক করে দিবেন মর্মে আশ্বাস দেন। কিন্তু তার উপস্থিতিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মহরম আলী উত্তেজিত হয়ে গাড়ির কাঁচ ভাঙ্গার প্রতিশোধ নিবেন বলে হুমকি দেয়া, তিনি ঘটনাস্থলে থাকাকালীন বাক-বিতন্ডা চলাকালীন সবুজ গ্রুপের একজন নেতা মহরম আলীর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তার সাথে আসা ডিবি পুলিশের এসআই এবং কয়েকজন সদস্য তাকে মারধরপূর্বক থানায় নিয়ে যাওয়া, এ ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনায় তিনি যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ না করার প্রেক্ষিতে উক্ত এলাকায় তীব্র উত্তেজনাকর পরিবেশের সৃষ্টি হওয়া, তার উপস্থিতিতে শিল্পকলা একাডেমির ভিতরে থাকা পুলিশ সদস্যরা সেখানে বিভিন্ন ফ্লোরে, বাথরুমে, সিড়িঁতে এবং ছাদে অবস্থানরত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বেধড়ক লাঠিপেটা করা, সেখান থেকে নেতাকর্মীরা দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকলে দু'দিক থেকে অবস্থানরত পুলিশ সদস্যগণও (ইউনিফর্ম ও সিভিলে) তাদেরকে বেধড়ক লাঠিপেটা করার ভিডিও দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া, তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও মোতায়েনকৃত ফোর্সকে যথাযথভাবে কমান্ড করে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় জনসম্মুখে পুলিশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগে গত ০৮-০২-২০২৪ তারিখ তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। তিনি গত ১১-০৩-২০২৪ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং তার আবেদনের ভিত্তিতে গত ০৭-০৫-২০২৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

০২। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শনোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি-পত্রাদি সার্বিক পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় বিধিমতে ০৩ (তিন) জন উপযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার নামের তালিকা চেয়ে গত ২৩-০৫-২০২৪ তারিখ পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রাপ্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার নামের তালিকা হতে গত ২৫-০৬-২০২৪ তারিখ জনাব মুহাম্মদ সাইদুর রহমান খান, পিপিএম (বিপি-৭৩০১০৮১৮১৮), অ্যাডিশনাল ডিআইজি, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক গত ১২-১১-২০২৪ তারিখ অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন (ফাইন্ডিংস) দাখিল করেন।

০৩। সেহেতু, জনাব এস এম তারেক রহমান (বিপি-৭৯১০১২৬৮০৫), পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, ঢাকা ও ইত:পূর্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) বরগুনা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব

নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৪.২৪- ২০৯

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ / ২৭ নভেম্বর ২০২৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/ প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব/সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/ জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন/ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হতে

০৩। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বর্ণিত কর্মকর্তার নিকট জারির অনুরোধসহ)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৫। যুগ্মসচিব (শৃঙ্খলা), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। মাননীয় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশনার জন্য এবং প্রকাশিত গেজেটের কপি এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হলো)।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। জনাব এস এম তারেক রহমান (বিপি-৭৯১০১২৬৮০৫), পুলিশ সুপার, বর্তমানে রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, ঢাকা ও সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) বরগুনা।
১২। অফিস কপি